[redacted]

[redacted]

কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সাথে সাথে ওই জমি ফেরত পেতে সহায়তা ও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু বলেন, ওইটা আমার মায়ের জমি। ওয়ারিশ সুত্রে আমি পেয়েছি। আমি কারোর জমি দখল করি নাই। তারাই জমি দখল করে নিয়েছেন। তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, সেটা মিথ্যা।

কালীগঞ্জে জমি বিক্রির কথা বলে টাকা আত্মসাৎ, ভুক্তভোগীর সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জমি বিক্রির কথা বলে টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছে এক প্রতারক। জমি রেজিস্ট্রি না করে উল্টো ক্রেতাদের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ সংবাদ সম্মেলন করে উপজেলা শিবনগর গ্রামের ভুক্তভোগী সৌদিয়া পারভীন পান্না।

সংবাদ সম্মেলন থেকে তিনি অভিযোগ করা হয়, ২০২৩ সালে শিবনগর এলাকার মুসা মন্ডলের মেয়ে পারভীন বেগম পারুলের কাছ থেকে সৌদিয়া পারভীন পান্নার পিতা আব্দুস সাত্তার শিবনগর মৌজার ৫২৭নং দাগ থেকে ৪ শতক জমি ক্রয় করার জন্য ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বায়না করেন। স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে সেটি লিখিত স্ট্যাম্প করা হয়। জমিটির মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১৪ লাখ টাকা। এরপর জমি রেজিস্ট্রি করতে চাইলে বিভিন্ন তালবাহান শুরু করে প্রতারক পারুল। রেজিস্ট্রির দিন ধার্য করা হলে জমি রেজিস্ট্রি করে না দিয়ে ঢাকায় পালিয়ে যায়। গত সংসদ নির্বাচনের সময় বাড়িতে এলে তাকে জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে বললে তিনি দিতে অস্বীকার করেন।

ভুক্তভোগী সৌদিয়া পারভীন পান্না অভিযোগ করে বলেন, আমরা উপায় না পেয়ে আদালতে মামলা করেছি। মামলা দায়েরের পর থেকে আমাদের নানা ভাবে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। স্বাক্ষীদের বাড়িতে গিয়ে আদালতে না যেতে হুমকি দিচ্ছে। এমনকি একজন স্বাক্ষীর জমির ফসলও নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা হুমকিদাতাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি কিন্তু তার কোন প্রতিকার পায়নি। আমরা চাই আমাদের ন্যায্য দাবী বাকী টাকা নিয়ে আমাদের জমি রেজিস্ট্রি করে দিক।

সাংবাদিক সম্মেলনে ভুক্তভোগী সৌদিয়া পারভীন পান্নার পিতা আব্দুস সাত্তার, ভাই ফারুক হোসেন বোন জামাই শেখ আক্তারুজ্জামানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত পারুল বলেন ‘আমার সময় হলে আমি জমি রেজিস্ট্রি করে দিব বলে কল কেটে দেন।

গাংনী থানায় ভুক্তভোগীদের মানবপাচার মামলা

অবশেষে আদম পাচারকারীর দালালদের গোপন ক্যাম্প থেকে ১০৪ যুবককে উদ্ধার করেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ। মালেশিয়ার সালাক সালাতন নামের একটি ক্যাম্প থেকে তাদের আটক করেন পুলিশ।

আটক যুবকদের পরিবারের লোকজন ও মালেশিয়ার সালাক সালাতন ক্যাম্পে বন্দী গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে আব্দুর রহমান, আব্দুল মজিদের ছেলে আব্দুস সালাম মোবাইল ফোনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে সাহেবনগর গ্রামের মোফাজ্জল হোসেন, ব্রজপুর গ্রামের আনারুল ইসলাম, কল্যাণপুর গ্রামের ওবায়দুল্লাহ, আব্দুল মজিদ, রফিকুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম ও আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। সহ কয়েকজন বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মুছা ইন্টারন্যাশল নামের আদম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাহেবনগর গ্রামের মৃত ইছাহাক আলীর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমকে প্রধান আসামি ও একই গ্রামের আব্দুল হাদি ওরফে সুরজের ছেলে আব্দুল আওয়াল, আব্দুল হাদি, রঞ্জিত মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম, নুর ইসলামের ছেলে হাসানুজ্জামান, নুর মোহাম্মদের ছেলে আরিফুল ইসলামকে মামলার আসামি করা হয়েছে।

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ৬(২)/ ৭/৯/১০ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়। গাংনী থানার মামলার নং ৩২ তাং ২৮/০২/২৪ ইং।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী মামলার এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সংঘবদ্ধ মানবপাচারের সদস্য অর্থের বিনিময়ে লোক পাঠিয়ে প্রতারণা ও জবরদস্তি মুলক শ্রমে বাধ্য করার অপরাধে মামলাটি এফআইআরভুক্ত করা হয়েছে।

মামলার একজন বাদি সাহেবনগর গ্রামের গ্রামের আব্দুল মজিদ। তিনি বলেন, আমার ছেলে আব্দুস সালামকে ভাল কাজ দেবে বলে বলে মুসা কলিম ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা নেন। প্রায় ৪ মাস আগে সে মালেশিয়াতে নিয়ে একটি ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। ছেলে আমাকে গত সোমবার বিকালে (বাংলাদেশ সময়) মোবাইল ফোনে জানান, আমাদের সালাক সালাতন ক্যাম্পে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে। অর্ধ শত যুবকদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর কথা হবেনা। চিন্তা করবেন না।

সাহেবনগর গ্রামের সাগরিকা খাতুন বলেন, সংসার সুখের জন্য ভিটে মাটি ও ধার দেনা করে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম আদম ব্যপারির দাল সাহবনগর গ্রামের সুরজ আলীর হাতে। আমার ছেলে শাহীন আলমকে মালেশিয়া নিয়ে একটি ক্যাম্পে প্রায় সাড়ে ৪ মাস আটকে রেখেছে। সোমবার সেখানকার ইমিগ্রেশন পুলিশ আমার ছেলেসহ প্রায় শতাধিক যুবককে উদ্ধার করেছে। এখন আর তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিনা। তিনি বলেন, হাড়াভাঙ্গা, সাহেবনগর, সহড়াতলা, কাজিপুর এলাকার প্রায় তিন শতাধিক যুবকের পরিবারে শুধু হতাশা আর কান্নার রোল।

এদিকে আদম পাচারকারী সাহেবনগর গ্রামের প্রধান আদম ব্যবসায়ী মুছা ইন্টারন্যাশনালের মালিক ইঞ্জিনয়ার মুসা কলিম, সুরজ আলী, রাজু আহমেদ, তোফাজ্জেল মাষ্টারসহ তাদের লোকজন বাড়িঘর ছেলে পলাতক রয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় আটকে থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার ভাই আওয়াল এবং ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমের মাধ্যমে ঢাকায় নাভিরা ও মুসাকলি এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ভালো কাজের আশ্বাসে তারা মালয়েশিয়ায় আসেন।

ক্যাম্পে আটকে থাকা যুবকরা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ৪/৫ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আজকে শতাধিক যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা ও সংবাদের প্রতিবাদে ভুক্তভোগীদের সংবাদ সম্মেলন

জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিনের গোলযোগ চলছিল ভাইয়ে ভাইয়ে। সম্প্রতি ওই বিষয় নিয়ে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির সময় হাত কেটে যায় সামাদের। বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা করেছেন সে,পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সংবাদও।

এর প্রতিবাদে শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আরেক ভাই আব্দুস সাত্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সাত্তারের ছেলে জাহিদ হোসেন ও ভাইপো কামাল হোসেন ।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুস সাত্তার। তিনি বলেন,কোটচাঁদপুর উপজেলার সিঙ্গিয়া গ্রাম। এ গ্রামের ৪০ নাম্বার সিঙ্গিয়া মৌজার, ২৩০ নাম্বার দাগের,৭৯০ খতিয়ানের ৯৪ শতক জমির মধ্যে ১১ শতক জমি নিয়ে এ গোলযোগ আব্দুস সামাদের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে চলছে এ বিরোধ উভয়ের মধ্যে। বিষয়টি

নিয়ে মিমাংশার চেষ্টাও করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও থানা সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া উভয় পক্ষ আদালতে বেশ কয়েক মামলাও করা হয়। এরমধ্যে সবকয়টির রায়ও আমার পক্ষে। এরপরও তারা জমি দখল না দিয়ে, বিভিন্ন তাল বাহানা করে চলেছে।

এর ধারাবাহিকতায় গেল ৪ -১১-২২ তারিখে ওই বিবাদোমান জমিতে দখল নিতে বিভিন্ন রকম কাজ কর্ম করার চেষ্টা করে। এ সময় তাতে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। ওই সময় তাঁর হাতে থাকা ধারাল দায়ে হাত কেটে যায়। সামাদ ওই ঘটনাটি পুজি করে মিথ্যা মামলা করেছেন থানায়। এ ছাড়া মামলায় জিততে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পত্রিকায় সংবাদও প্রকাশ করিয়েছেন। ওই সংবাদে বলা হয়েছে, আমি তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছি। যা আদোও সত্য না।

আমি ওঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সাথে সাথে পত্রিকায় যে মিথ্যা, ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করিয়েছেন,তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এ ছাড়া সুষ্ট তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আশুহস্তক্ষেপ কামনা করছি।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করায় ভুক্তভোগীদের সংবাদ সন্মেলন

বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত মঙ্গলবার মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ,ড্রাগন গাছ কাটা ও ফল চুরির অপবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগির পিতা আমিরুল ইসলাম ।

বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ইউনিটিতে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভুক্তভোগী ইমরান হোসেন(১৫) রাজন হোসেন(১৭) সাব্বির হোসেন(১৫)আব্দুর রহিম (১৬)।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ইমরানের পিতা আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন,গেত ১/৯/২২ তারিখে আমার ছেলে ইমরান হোসেন মহেশপুর উপজেলার আজমপুর ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে বেড়াতে যান। ওইদিন সন্ধ্যা রাতে আমার ছেলে ইমরান হোসেন,বন্ধু রাজন হোসেন,সাব্বির হোসেন, আব্দুর রহিম পাশের বিজিবি সদস্য কামাল হোসেনের ড্রাগন বাগানে যায়।

বাগান থেকে তারা দুইটি ড্রাগন ফল তোলেন। এ ঘটনা বাগান মালিক বিজিবি সদস্য দেখে ফেলে, তাদেরকে ধাওয়া করেন। ধাওয়া খেয়ে ইমরানের বন্ধুরা সবাই পালিয়ে যায়। ধরা পড়েন ইমরান হোসেন। এরপর কামাল হোসেন তাকে নিয়ে গিয়ে ড্রাগন বাগানের ঘরের খুটির সঙ্গে বেধে রেখে,সারারাত নির্তাযন করেন।

ধারালো অস্ত্র কাচি দিয়ে কোপমেরে কেটে দেন ইমরানের পিটের মাংশ। এতে করে সারারাত তাঁর রক্তক্ষরন হয়।

আমিরুল বলেন,বাগান মালিক কামাল হোসেনের নির্যাতন ও রক্তক্ষরনে সে ভোরের দিকে অচেতন হয়ে পড়েন। এ সময় কামাল অবস্থার বে-গতিক দেখে পল্লী চিকিৎসক ডেকে এনে ইমরানকে প্রাথমিক চিকিৎসা করান।

পরে ওই পল্লী চিকিৎসকের মাধ্যমে আমার ভাগ্নে খবর পান। সে ঘটনাস্থলে গিয়ে মুচলিকা দিয়ে আমার ছেলেকে, তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।

খবর পেয়ে আমি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। চিকিৎসার খোজ খবর নিয়ে, ঝিনাইদহ আদালতে একটা মামলা দায়ের করি। কোর্ট মামলা তদন্ত করার জন্য পাঠানো হয় মহেশপুর থানায়। থানার অফিসার ইনর্চাজ মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব দেন উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল ইসলামের উপর।

তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে কামাল হোসেনের বাগান থেকে ড্রাগন চুরি ও গাছ কাটার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় তিনি মহেশপুর থানায় জিডি ও করেছেন। জিডিতে তিনি কে বা কাহারা উল্লেখ করলেও সাংবাদিকদের কাছে আমার ছেলে সহ তাঁর বন্ধুদের নামে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করিয়েছেন।

তাতে ফল চুরি ও ড্রাগন গাছ কাটার অভিযোগ করা হয়েছে আমার ছেলে সহ বন্ধুদের বিরুদ্ধে। তিনি পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ করিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন। আমি প্রকাশিত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এ

সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তারা যেন বিষয়টি সুষ্টু তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবাং প্রকৃত দোষীদের চিহিৃত করে আইনের আওতায় আনেন।

এ ব্যাপারে বিজিবি সদস্য কামাল হোসেন বলেন,আমার মাঠে ৫/৬ বিঘা ড্রাগনের চাষ আছে। প্রতিনিয়ত বাগান থেকে ফল চুরি হয়ে যায়। ওইদিন আমি বাড়িতে ছিলাম। রাতে ড্রাগন বাগান পাহারায় যায়। রাত তখন ২ টা বাজে। ৫/৭ আমার বাগানের পাশে এসে গালি দিতে থাকে। এ সময় আমি ভয়ে পাহারা দেয়া ঘর ছেড়ে দুরে চলে যায়। আমি ভাবছিলাম যদি চোর হয়,তাহলে বাগানে ঢুকবে।

আর যদি আমাকে মারতে আসে, তাহলে আমার পিছনে ধাওয়া করবে। দুর থেকে দেখি তারা বাগানে ঢুকে ফল তুলছে। এ সময় আমি তাদের ধাওয়া দিই।ধাওয়া খেয়ে সবাই পালিয়ে যায়। ধরে ফেলি ইমরান নামের ওই ছেলেটি। ধরার সময় তাঁর পিঠে কিসে কেটে গেছে আমি জানিনা।পরে জানতে পারি কেটে গেছে। তিনি কাচি দিয়ে কোপ মারা কথা ও অস্বীকার করেন। সম্প্রতি ওই বাগান থেকে আবারও ফল চুরির ঘটনা ঘটেছে। কেটে দিয়েছেন ড্রাগন গাছ।

আমি ওই সময় চাকুরিতে থাকায় আমার মা মহেশপুর থানায় জিডি করেন। তবে আমার ধারনা তারা ছাড়া এমন ক্ষতি আমার কেউ করবে না।

প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফিরে পেলেন আরেক ভুক্তভোগী

প্রতারক সেই মীর কামরুজ্জামানের কাছ থেকে ২য় দফায় সরকারি ১০ শতক জমির খারিজ বাতিল করেছেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)। এর মধ্যে সরকারের দখলে ৬ শতক এবং ভ’ক্তভোগী বানুয়ারাকে ৪ শতক জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার বাদি বানুয়ারা খাতুনের অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

গাংনীতে সরকারি ১০ শতকের মধ্যে পোনে ৯ শতক জমিসহ ৩ অসহায়ের জমি নিজ নামে জাল খারিজ করে নেন তেরাইলের মীর কামরুজ্জামান।

গাংনী উপজেলা নির্বাহি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, মীর কামরুজ্জামানের পিতা মীর লুৎফর রহমানকে পোনে ৯ শতক জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

পরে ২০০৫ সালে মীর লুৎফর রহমানের বন্দোবস্ত বাতিল করেন জেলা প্রশাসক স্যার। কিন্তু মীর কামরুজ্জামান ওই বন্দোবস্ত গোপন করে জমি খারিজ করে নেন।

ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের শুনানী করা হয়। শুনানি মীর কামরুজ্জামানের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে টেম্পারিংয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এবং সরকারি খাস জমির খারিজ বাতিল করা হয়। এর মধ্যে বন্দোবস্তর ৪ শতক জমি বানুয়ারাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে গত ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শূনানী শেষে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী ২ জনের তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের দাগ ৪৪৪৮ এবং ৪৪৪৯ জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হলে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস.এম শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রনোদিত মামলা করেন।

মামলায় পিবিআই কুষ্টিয়াকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে তিন জনকে তাদের জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

কোটচাঁদপুরে ভুক্তভোগী মৎস্যজীবিদের মানববন্ধন

লুট করা টাকা ফেরত ও হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগী মৎস্যজীবিরা। গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার সময় জগদীশপুর হালদার পাড়ার বাওড়ের তীরে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার বেশ কয়েকটি বিল, বাওড় রয়েছে। যার মধ্যে জগদীশপুর বাওড় অন্যতম। এ বাওড় ঘিরে বসবাস করেন ৫৩ ঘর মৎস্যজীবি। যারা এ বাওড়ের মৎস্য আহরন করে জীবিকা চালায়।

তবে এ বাওড় চাষ করতে গিয়ে তাদেরও পোহাতে হয় অনেক ধরনের ঝামেলা। শুক্রবার রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাঁর বহিঃপ্রকাশ। এ ঘটনা নিয়ে এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ সব থেকে রেহাই পেতে শনিবার জগদীশ বাওড়ের তীরে মানববন্ধন করেন। এ সময় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের প্রায় ২ শতাধিক নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তব্যে ভুক্তভোগী মৎস্যজীবি ও সমিতির সভাপতি নারায়ন মন্ডল বলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার সব থেকে পুরাতন সমিতি আমাদের। এ সমিতির আওতায় আমরা এ বাওড়ে মাছ চাষ করে থাকি।

এবারও ২০২১ সালের দিকে বাওড়ের ডাক পায় ওই সমিতি। এরপর থেকে সমিতির সাধারন সম্পাদক কানাই হালদার একটা গ্রুপ করে আমাকে বাদ দিয়ে মাছ করছিল। চাষে ১৪ লাখ টাকা লোকসান দেখান তারা।

এ সব বিষয় নিয়ে শুক্রবার মিটিংয়ে বসা হয় স্থানীয় পুজা মন্ডপে। এ সময় রাজিবুল, মোহাম্মদ আলীসহ কয়েক মটরসাইকেল করে ঘটনাস্থলে আসেন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে। ওই সব দেখে মিটিং থেকে সবাই দৌড়ে পালায়।

এ সময় মিটিং স্থলে থাকা সমিতির প্রায় ১২ লাখ টাকা নিয়ে যায় তারা। তিনি বলেন, মোহাম্মদ আলী আমাদের কাছে মাছের পোনার টাকা পেত। ওই টাকা দেওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবার।

তবে ওই দিন মিটিং না হওয়ায় টাকা দেয়া সম্ভব হয়নি। নারায়ণ মন্ডল বলেন, আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাওড়টি চাষ করে আমাদের জীবিকা চলে। আর তাতে বাদ সাধে ওই গ্রুপের লোকজন। আমরা তাদের হাত

থেকে রেহাই পেতে চাই। এ বিষয়ে সকালে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত রাজিবুল ইসলাম বলেন, নারায়ন মন্ডল বিএনপি করে। এ কারনে চেয়ারম্যানের নির্দেশে তাকে বাওড়ের তীরে যাওয়া নিষেধ ছিল। বাওড়টি চাষ করছিল সমিতির সাধারণ সম্পাদক কানাই হালদার। তাকে তারা চোর সাজিয়ে এক পেশ করে রেখেছে।

তিনি বলেন, তারা হালদার। তাদের সঙ্গে আমার কোন সমস্যা নাই। তবে মোহাম্মদ আলীর কাছ থেকে মাছের পোনা কেনার সময় আমি ওই টাকার জামিনদার ছিলাম। এ কারনে তাদের ওখানে যাওয়া।

তারা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেছেন, তা সব মিথ্যা। তবে টাকা নিয়ে হালকা কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আপনার কোন দলীয় পরিচয় আছে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেন না কোন দলীয় পদ নাই।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কানাই হালদার জানান, আমিও মিটিংয়ে ছিলাম। যারা টাকা পাবে তারা গিয়েছিল। যার মধ্যে ছিল রাজিবুল,মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ আলীর ছেলে। আর যে টাকার কথা বলছে, সেটা মিথ্যা। আমাদের সমিতির টাকাই নাই। সমিতি চলছে লোকসানে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক ফরিদ হোসেন বলেন,জগদীশ বাওড়ের ঘটনা নিয়ে একটা অভিযোগ হয়েছে। তারা বলেছেন, বাওড়ে চাষ করলে বিবাদের টাকা দিতে হবে।

টাকা দিতে অপরগতা জানালে ১৩ তারিখ রাতে তারা এসে আমাদের উপর হামলা করেন। এ সময় তাদের কাছে ১২ লাখ টাকা তারা ছিনিয়ে নেন বলে তারা জানান।